অর্কেস্ট্রা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

BANGLADARSHAN.COM

হৈমন্তী

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকূতি:
অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায়॥

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত॥

নীরব, নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয়, অকিঞ্চন যত,
রুচির মায়ায় যেন বিকশিত তাদের মহিমা;
আমার সংকীর্ণ আত্মা, লঙ্ঘি আজ দর্শনের সীমা,
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মতো॥

BANGLADARSHAN.COM

সহসা বিস্ময়মৌন উচ্চকণ্ঠ বিতর্ক, বিচার,
প্রাণের প্রত্যেক ছিদ্রে পরিপূর্ণ বাঁশরীর সুর:
জানি মুগ্ধ মুহূর্তের অবশেষ নৈরাশে নিষ্ঠুর;
তবু জীবনের জয় ভাষা মাগে অধরে আমার॥

যারা ছিল এক দিন; কথা দিয়ে, চ'লে গেছে যারা;
যাদের আগমবার্তা মিছে ব'লে বুঝেছি নিশ্চয়;
স্বয়ম্ভূ সংগীতে আজ তাদের চপল পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে ইশারা॥

ফুটিবে গীতায় মোর দুঃস্থ হাসি, সুখের ক্রন্দন,
দৈনিক দীনতা-দুষ্ট বাঁচিবার উল্লাস কেবল,
নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য অবল,
অখণ্ড নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন॥

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার:

বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে॥

১ অক্টোবর ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

চপলা

জনমে জনমে, মরণে মরণে,
মনে হয় যেন তোমারে চিনি।
ও-শরমার্ত অরূপ আনন
দেখেছি কোথায়, হে বিদেশিনী?
নীল নবঘন, চঞ্চল আঁখি
যে-তড়িৎময়ী কালবৈশাখী
থেকে থেকে আজ হানিছে আমার
তাপনিরিক্ত চিত্তাকাশে,
ফুরায়েছিল কি বিগত জীবন
ও-মদমত্ত সর্বনাশে?

শত ফাল্গুন তোমার অভাবে
বিফল হয়েছে, অপরিচিতা;
সার্থক যোগে মূর্ত হতাশ
কানে কানে মোরে ডেকেছে–মিতা;
শিথিল নীবিতে প্রগল্‌ভ পাণি
বারে বারে কেন থেমেছে না জানি;
শূন্যগর্ভ বহ্নির মতো
উল্লাসে মোর অশেষ ক্ষুধা;
বিরহ বিরাজে দলিত বাসরে;
মরণাসক্ত ফেনিল সুধা॥

চকিতে চমকি তৃপ্ত হৃদয়
উতল, অকায় আবির্ভাবে,
ভরিলে চরম ক্ষতির দীনতা
বারে বারে মোর পরম লাভে;
অকারণে আঁখি ভারাতুর করি,
অক্ষম লোর সাঁঝে দিলে ভরি;
শীর্ণ স্মৃতির চ্যুত পল্লব
মুখরি অলখ চরণপাতে,

BANGLADARSHAN.COM

মুহু মুহু মোর বিজন মানসে
এসেছিলে তুমি বিনিদ রাতে॥

ঘাটে, বাটে, মাঠে ঘটেছে মোদের
আধোপরিচয় নিত্যনব:
দেখেছি বিকচ দাড়িম্ববনে
প্রচুরপরাগ প্রসাদ তব;
তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুর মদিরা ভরা;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা॥

ঈর্ষা তোমায় হেনেছে ঝঞ্ঝা
রভসবিবশ কুটীরে মম;
ফাটলে ফাটলে কষায় নয়ন
ভ্রূকুটি করেছে ত্রুটিরে মম।
ডেকেছ আমারে উদ্ধত প্রেমে,
দেখেছি লগ্ন গত, পথে নেমে;
বাদলশেষের ঝিল্লির স্বনে
বাজায়ে নূপুর অধীর সুরে,
করি অবিরত উপেক্ষাহত,
চ’লে গেছ তুমি অগম দূরে॥

চির জনমের প্রবঞ্চনার
ক্ষালনে আজি কি, ছলনাময়ী,
চিতসঞ্চিত অমৃত বিতরি,
করিবে আমারে মরণজয়ী?
অথবা আবার খামখা খেয়ালে
অন্ধেরে ঘিরে মমতার জালে,
সন্ধিপূজার ষোড়শোপচার

BANGLADARSHAN.COM

রচাবে কেবলই শূন্য পীঠে?
অমর হাসির বজ্রদাহনে
জ্বালাবে লোলুপ মর্ত্যকীটে?

৮ অগস্ট ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

অপচয়

প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাঙ্ময় রজনী,
ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উল্বণ উল্লাস,
বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস,
অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি?

আছে কি স্মরণে, সখী, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপ্লুতি, চারি চক্ষে প্রগল্‌ভ বিস্ময়,
শূন্য পথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়,
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের যুগ্ম প্রবর্তনা?

সে-শুদ্ধ চৈতন্য, হায়, বৃথা তর্কে আজি দিশাহারা,
বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নপ্রসূ সে-গাঢ় চুম্বন;
ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিল বুঝি ধ্রুবতারা,
অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন॥

BANGLADARSHAN.COM

মরে না দুরাশা তবু; মনে হয় এ-নিঃস্ব জগতে
এতখানি অপচয় ঘটাবে না বিধি কোনও মতে॥

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

কস্মৈ দেবায়

হায়, গর্বান্বিতা,
দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাণ রাবণের চিতা,
ভস্মান্ত না ক'রে, দহে হৃদয়সৈকতে,
ভাবো তুমি জন্মে জন্মে, পুনরুক্ত শপথে শপথে,
যোগাও ইন্ধন তার লাগি?
ভাবো আমি জাগি
অনাদ্যন্ত দিনমান, উৎকণ্ঠিত নিশা
শুনিবারে তব পদধ্বনি?
প্রত্যাসন্ন নূপুরের মুগ্ধ আগমনী
আমার উদ্বেল মর্মে ভ'রে দেয় স্বর্গবিজিগীষা?
কঙ্কণের প্রস্থিত নিক্কণে
মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে?

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসি তোমারে নিশ্চয়;
দাম্ভিক হৃদয়
তোমার চরণচিহ্ন আজীবন বহিবে গৌরবে;
মনে রবে বিকারে, বিক্ষোভে,
এক দিন দিয়েছিলে জ্বালি
প্রেতসঞ্চরিত ধ্বংসে উৎসবের অচির দীপালী;
মোর ভালে
একদা যে এঁকেছিলে ইন্দ্রত্বের টিকা,
সংক্ষিপ্ত সুকৃতি-শেষে, স্বর্গ হতে বিদায়ের কালে
মনে রবে সে-কথা, ক্ষণিকা॥

জানি তবু
তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে
মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু;
অবলুপ্ত অতল অভাবে,
তোমার অজস্র দান
বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।

নিভৃত নিশীথে
নীরব আকাঙ্ক্ষা-ভরে এসেছিল বাসরশয্যায়;
ত্রস্ত অলজ্জায়
চেয়েছিল অযাচিত উপহার দিতে
অনুপম কৌমার্য তোমার।
অজাতসংস্কার,
মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন
প্রাক্তন তিমিরে করে অহরহ যার অন্বেষণ,
তুমি সে-স্বৈরিণী নও, হে দাক্ষিণ্যময়ী॥

অমৃতের উদাত্ত মাভৈ
নিবিদ আহ্বানে যার প্রতিধ্বনি তোলে অবিরত,
সে আসে না, নব অনুরাগিণীর মতো,
নম্র নেত্রে, রক্ত মুখে, সন্তর্পণে সংবরি কিঙ্কিণী।
নিঃশঙ্কিনী,
জনারণ্য উন্মথি, সে চলে,
আস্ফালি উদ্ধত অসি, নির্জিতের মুণ্ডমালা গলে,
নির্মল নগ্নতাখানি বর্মসম পরি।
বেষ্টনীর কুটিল কৌতুক
ছারখার করি,

স্থিরলক্ষ্য নয়নের নিবদ্ধ কার্মুক
বর্ষে নিরন্তর
মর্মঘাতী উপেক্ষার অগ্নিময় শর।
সে আসে না, ভিক্ষুকের প্রায়,
উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা আহরিতে অধম ক্ষুধায়;
সে আসে না স্তব্ধ অন্ধকারে,
সামান্য চোরের মতো, অজনার গুপ্ত অভিসারে।
বিজয়ীর বেশে
সশস্ত্র ভাণ্ডারে পশি, আপনার দক্ষিণা কাড়ে সে॥

তারই তরে
উৎসুক প্রত্যাশা মোর দিকে দিগন্তরে

BANGLADARSHAN.COM

নেহারে অস্থির মরীচিকা।
এক বার হয়েছিল মনে
তব শিষ্ট প্রণয়ের গভীর গোপনে
সৃজনপ্রলয়ময়ী, অনিশ্চয় আগ্নেয়দ্রিশিখা
অন্তঃশীলা রয়েছে বুঝি বা।
সমুন্নত গ্রীবা
তাই অবনত করি, ও-মুখের পানে
চাহিলাম ব্যাকুল নয়ানে॥

কিন্তু, হায়,
অতিমর্ত্য উন্মাদনা অচিরাৎ পলাল কোথায়?
তরুশিরে আন্দোলন তুলি,
ভুবনে স্তব্ধতা হানি, চ'লে যায় যথা, পথ ভুলি,
দূর দিয়ে মত্ত প্রভঞ্জন,
তেমনই এল না লগ্নে, আসি-আসি ব'লেও, মাতন।
অকস্মাৎ
তোমার সর্বাঙ্গে নামে আর্ত পক্ষাঘাত,
হৃৎ বাক্যে ক্লীবের নিষ্পুণ্য প্রত্যাখ্যান;
নির্বাপিত চক্ষে জাগে সংসারীর ভীরু কাণ্ডজ্ঞান।
ঊর্ধ্ববাহু আজ রিক্তাকার্শে
যৌবনযজ্ঞাগ্নি মোর যে-অনাম দেবতার আশে,
জানি সে-অচেনা
কোনও দিন আমার হবে না;
তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্যত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার তরে নয়॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

পণ্ডশ্রম

অভ্যস্ত লজ্জার ছল, আচারের ব্যর্থ ব্যবধান
ভৈরব রভসে হানি, যে-প্রেরণা ফুরাল নিমেষে,
সীমাশূন্য অনন্তের ঘূর্ণ্যমান, ক্ষুব্ধ নিরুদ্দেশে
আবার কখনও, প্রিয়ে, পাওয়া যাবে কি তার সন্ধান?

সেই যে পাটল চাওয়া, সাঙ্গ লগ্নে বিস্ফারি নয়ান,
নির্বাক কাকুতিটুকু পণ্ডশ্রম অন্তিম আশ্লেষে,
অসম্পূর্ণ পরিচয় অসমাপ্ত দিবসের শেষে,
সে-সবের জন্য, জানি, স্মৃতির অমৃতে নেই স্থান॥

পুনর্মিলনের আশা? সে কেবল প্রেমার্ত কল্পনা;
সপ্তসিন্ধুপরপারে, অদর্শনে আমার বসতি;
দুর্বল বুভুক্ষু দেহ; প্রতিশ্রুতি দয়ার্দ্র বঞ্চনা;
বসন্ত বার্ষিক পান্থ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা, সতী॥

BANGLADARSHAN.COM

আমার বিদেশী নাম বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায়;
বৃথা ও-স্মারক চিহ্ন, চিরতরে নিতেছি বিদায়॥

৩০ জুন ১৯২৯

মূর্তিপূজা

মিলনার্ত বসন্তপ্রদোষে,
তোমার চরণতলে, নবাঙ্কুর তৃণাসনে ব'সে,
পুলকি পাইন্-বন অসম্ভব পণে,
বলিব না, "তুচ্ছ মানি ইন্দ্রের বৈভবও,
অন্তরের অন্তঃপুরে তব
পরিত্যক্ত স্থানটুকু দাও যদি মোরে॥"

উৎকণ্ঠিত বিদায়ের উন্মন লগনে,
ছড়ায়ে শিথিল হস্তে, ক্ষণে ক্ষণে, পুষ্পিত প্রান্তরে
উন্মূলিত ক্রোকাসের দল,
চক্ষে বৃথা জল,
আমি কহিব না কভু, "জীবনসঙ্গিনী,
বিরহাশঙ্কায় তব নরকেরে আজ আমি চিনি,
প্রলয়ের পাই পূর্বাভাস।
হতবুদ্ধি পিপাসায় আমার আকাশ
অতঃপর শূন্য চক্রবালে
দুরত্যয় মরুকুঞ্জ নিরখিবে দুর্মর খেয়ালে॥"

কত বার, কত মধুমাসে,
কখনও প্রকৃত দুঃখে, কখনও বা কৃত্রিম হতাশে,
কভু অতিরঞ্জিত কথায়,
ফুটায়েছি তপ্ত রাগ পরস্পর প্রেয়সীর কানে
মধুপগুঞ্জনমত্ত মাধবীবিতানে।
জাগাতে চাহি না পুনরায়
সে-নাট্যের অভিনয়ে মুগ্ধ মরীচিকা
নীলাভ ধূসর চোখে তব॥

বিদায়ের লগ্নে আজ নিঃসংকোচে কব,
"হে মোর ক্ষণিকা,
তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।

BANGLADARSHAN.COM

আগন্তুক শ্রাবণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো,
তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক সাশ্রু অন্ধকারে;
অবেদ্য বিস্ময় তারে
ক'রে দিক অনির্বচনীয়॥"

ইচ্ছা হলে আমারে ভুলিও,
ইচ্ছা হলে দিও
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় তব মুহূর্তের নিষ্ক্রিয় মমতা।
আর যদি পারো, তবে মনে রেখো এইটুকু কথা–
অপণ্য দ্রব্যের ভারে যবে মোর তরী
নিঃস্রোত জীবনপঙ্কে হয়েছিল নিতান্ত নিশ্চল,
তুমি কৃপা করি,
এনেছিলে আজন্মের সকল সম্বল
সে-জঞ্জাল কিনে নিয়ে যেতে;
নিষ্কাম সংকেতে
তুমিই দেখায়েছিলে নিরুদ্দেশে আশ্রয়ের তীর
শান্তিসুনিবিড়॥

BANGLADARSHAN.COM

সপ্তসিন্ধুপরপারে মর্মরিত নারিকেলবনে,
ফাল্গুনের আড়ম্বরশূন্য জাগরণে,
যেই চিরন্তনী
একদা জাগায়েছিল অলক্ষিত নূপুরের ধ্বনি
আমার শোণিতে,
প্রমোদের বিহ্বল নিশীথে
যার নিমন্ত্রণলিপি কণ্ঠাশ্লেষে এনেছে ব্যবধি;
বারংবার যে-নির্বাক, অমূর্ত দরদী
দারুণ দুর্যোগ ভেদি, দুরাশার জ্বলদর্চিশিখা
মেঘরন্ধ্রে দেখায়েছে মোরে;
মোর জন্ম-জন্মান্তের সেই অনামিকা
ফেলেছে তোমার নীল নয়নের আয়ত সায়রে
আপনার প্রতিবিম্ব চপল খেলায়॥

আজিকার অকপট গোধূলিবেলায়,

আমাদের জীবনের ঊষর সংগমে,
নমিলাম, প্রিয়তমে,
নমিলাম গর্বনত শিরে
কোমল হৃদয়ে তব অচিনের পদচিহ্নটিরে॥

৮ মে ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

মহাসত্য

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;
অসংগত চির প্রেম; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায়;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায়॥

সে-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা; দিব না স্মারক অঙ্গুরীয়;
ব্যবধি ব্যাপক জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ॥

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি;
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি॥

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানা কড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে॥

১৩ অগস্ট ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

পুনর্জন্ম

নিশীথের নির্জন আঁধারে
বারে বারে
শুনিলাম বিপাশার আদিম আহ্বান।
আতঙ্কে উৎকণ্ঠি মোর প্রাণ,
গৌরী কাপালিকা
দাঁড়াল সম্মুখে আসি, নরমেধ প্রলয়ের শিখা
প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।
মুখে রটে
নির্বিদের মন্ত্র উচাটন;
তরল মাতনে ভরা ঘূর্ণ্যমান নীলিম নয়ন
হানে শিষ্ট সভ্যতার কঠিন সংহতি;
উদ্দাম প্রগতি
স্পষ্টতর বিমুখ কুন্তলে;
দলিত সুন্দর, শান্ত শিব পদতলে;
তার ইষ্ট দেবতাও পুরাণ বর্বর,
যার তৃষ্ণা মিটাবার তরে
যুগে যুগান্তরে
সন্ধানে সে তপ্তরক্ত বলি॥

মোর কণ্ঠনলী
বদ্ধ যেন অগোচর যূপে;
মৃত্যুর প্রবেশপথ প্রতি রোমকূপে,
হৃদয়ের মহাশূন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে;
নিখিল নাস্তিতে
মৌনের বিশ্রম্ভালাপ উপশয়ী বিভীষিকা-সনে;
অসীম গগনে
উধাও নক্ষত্রপুঞ্জ মুমূর্ষুর সংক্রাম এড়ায়।
শোনা যায়,
অনন্তের সীমান্তরে ব'সে,

BANGLADARSHAN.COM

উন্মন আলসে
নিঙাড়ে আয়ুর সার ত্রিকালের স্বামী;
নিমীলিত নেত্রে দেখি আমি
মহাকালহস্তচ্যুত, অপ্রচুর, অন্তিম নিমেষ
ক্ষণে ক্ষণে হয় নিরুদ্দেশ
প্রতিধ্বনিপরিপূর্ণ বিস্মৃতির অতল পাতালে॥

হেন কালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
তুমি এলে অনাহূত প্রেতস্তব্ধ গৃহে;
চির মোহ-ময়,
তুচ্ছ, প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়
চুম্বনের অবকাশে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি,
দিলে ভরি
নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।
অসংগত সেই অঙ্গীকার,
বুঝো নাই, অনভিজ্ঞ, হয়তো বা অভিপ্রায় তার;
সম্ভবত দেখো নাই ভাবি
মিটিবে না সর্বস্বান্ত যৌবনের দাবি
ক্ষণিকের আত্মবলিদানে।
তবু আচম্বিতে তব অগাধ নয়ানে
তটের শাসন ঘুচে, রুদ্রমূর্তি বিপাশার জল
ভুলে গেল প্রত্ন হিংসা, হল সুনির্মল;
তব ক্ষুদ্র প্রেমের উপরে
নিশ্চিন্তে নির্ভর পেল অনশ্বর মুহূর্তের তরে
তুলাসাম্যহৃত বিশ্ব প্রলয়ের পথে॥

যে-দিন জগতে
আমার আপন ব’লে নাহি ছিল কেহ;
পথপ্রান্তে পরিহরি আমার অমূল্য বরদেহ
আগন্তুক মরণের দক্ষিণা-স্বরূপে,
সহযাত্রী সবে চুপে চুপে

BANGLADARSHAN.COM

আত্মরক্ষা করেছিল দৃষ্টির আড়ালে,
সে-দিন, সাবিত্রীসম, পাশে এসে, একেলা দাঁড়ালে
নিঃশঙ্কিনী
তুমি, বিদেশিনী।
সে-সেবার নেই প্রতিদান;
প্রতিশ্রুত একনিষ্ঠা তার অপমান॥

শুধু যবে অন্তিম নিশীথে
চারিভিতে
ফিরিবে বীভৎস নৃত্যে আজন্মের নিষ্ফলতা যত,
দ্বারের বাহিরে
ঝঞ্ঝার গর্জন-মত্ত অখণ্ড তিমিরে
বৈতরণী পুনর্বার ডাকিবে আমারে অবিরত,
সে-দিন তোমার নাম নিঃশব্দে উচ্চারি,
লব কাড়ি
মৃত্যুর বিজয় হতে তুষ্টির প্রসাদ।
সীমাশূন্য শূন্যতার মাঝে
সে-দিন শুনিব পুন ক্ষীণ সুরে বাজে
আজিকার মূল্যহীন কয়টি কথার অনুনাদ॥

১২ অক্টোবর ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

ভবিতব্য

শিপ্রার অপর তটে নেমে আসে সুদীর্ঘ রজনী;
শীর্ণ তরুবীথিকারে আত্মসাৎ করে অন্ধকার;
বিদায়, বিদায়, তবে চিরতরে বিদায়, সজনী;
সমাপ্ত সুকৃতি আজি, স্বর্গচ্যুতি আসন্ন আমার॥

কী ব'লে অদৃশ্য হব? রেখে যাব কোন্ প্রতিশ্রুতি?
মাগিব কী স্মৃতিচিহ্ন? বিনিময় করিব কী আশা?
অন্তরের অন্তরীক্ষে গুমরিছে মর্ত্যের আকৃতি–
বিনাশ, নৈরাশ, অশ্রু, নিষ্ফলতা, কর্তব্য, পিপাসা॥

সে-পথেরই যাত্রী তুমি, শত পান্থ গেছে বিস্মরণে,
প্রাগ্রসর পদরেখা যার 'পরে আঁখি অবিরত;
তুমিও ঘুচালে শ্রান্তি ধ্বংসশেষ এ-চিত্তভবনে,
জ্বালি ধূমাঙ্কিত দীপ নিশাক্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমিও উধাও হবে, সঙ্গে ল'য়ে অন্তিম সান্ত্বনা–
স্মৃতির সমষ্টিখানি অবিচ্ছিন্ন, অনির্বচনীয়;
যাবে স্তূপীকৃত করি মূল্যহীন ভগ্ন আবর্জনা
পরিত্যক্ত হৃদয়ের কোণে কোণে আঁধারে তুমিও॥

ভেবো না, ভেবো না, সখী; স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে
বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুন চতুরালি;
নবীন ফাল্গুনী আসি হানা দিবে রুদ্ধ দ্বারদেশে;
ফলিবে মানসক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সোনার চৈতালী॥

ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে,
তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর;
যে-হস্ত নিবদ্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,
রচিবে বরণমাল্য বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর॥

আজিকে আমার চিত্তে পুঞ্জিত যে-উদ্বিগ্ন বিষাদ,
ভবিতব্যভারাতুর, স্তব্ধ, মূক মেঘের সমান,

কালবৈশাখীর ঝড়ে টুটিবে সে-সংহতির বাঁধ;
চপলা দরশ দিবে; মুক্ত হবে অবরুদ্ধ দান॥

তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয়;
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব;
হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃতসঞ্চয়;
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব॥

৯ ডিসেম্বর ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

বিকলতা

শেফালী অঙ্গুলি তব গণ্ডে মম বিচরে কৌতুকে;
সুশীতল মুক্তিস্নানে নিমন্ত্রণ করে নিষ্পলক,
অকূল, পিঙ্গল আঁখি; অসংবৃত, কপিশ অলক
চুম্বন বিথারি যায় লঘু স্পর্শে আমার চিবুকে;

কম্প্র কুসুমাস্ত্র যেন, অধরের অঞ্চিত কার্মুকে
বিরল গুঞ্জনধ্বনি টংকারিছে, মথি কল্পলোক;
বিলাসবিহ্বল দেহে উপেক্ষিত লজ্জার ঝলক,
যূথীগন্ধসনে মিশে, রোমাঞ্চ বিস্তারে মোর বুকে॥

কক্ষের সংযত লজ্জা, হেমন্তের পক্ক পত্র-সম,
আস্বচ্ছ বসন তব, দরদের বলি শুভ্র ভালে,
ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মনে আছে; শুধু নিরুপম
অখণ্ড আননখানি সীমাশূন্য শূন্যে যে লুকালে॥

তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো,
সহে না আশার ভার, করে, হায়, বিদ্রূপে বিব্রত॥

১৪ জুন ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

অনুষঙ্গ

তোমারে যে কেন বাসি ভালো,
সে-সত্য জানার আগে মিলনের মুহূর্ত ফুরাল,
শুরু হল দীর্ঘায়িত বিচ্ছেদের রাতি।
হায়, স্বপ্নসাথী,
শুধায়ো না সে-প্রথম প্রণয়কাহিনী।
সে-দিন বিশেষ ক'রে একমাত্র তোমারে চাহিনি
সর্বনষ্ট মর্ত্যে বা ত্রিদিবে।
সে-দিন নিরুদ্ধ হিয়া জানিত না কারে সমর্পিবে
বিশ্বস্তর যৌবনের দুর্বহ সঞ্চয়।
সে-দান তো স্মরণীয় নয়,
সে যে উপেক্ষার দান দৈবাগত দিনে॥

শুধু জানি
তব পরিগ্রহণের বাণী
অবেদ্য মর্মরধ্বনি ভরেছিল বিজন বিপিনে;
অকৃপণ করে
বিধাতা ছড়ায়েছিল স্পর্শমণি অম্বরে অম্বরে;
ক্ষণে ক্ষণে
নিশীথ পবনে
অজানা পুষ্পের গন্ধ লেগেছিল অনির্বচনীয়,
দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়
দেখেছিল আঁধারের প্রভাস্বর পটে
অধরার চিত্রল লিখন;
উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ,
নব জীবনের বীজ ব্যোমের পরিধি-'পরে বুনি॥

আরও জানি, হে মোর ফাল্গুনী,
তুমি হেথা নাই ব'লে,
কিরাতের রুদ্র ক্ষুধা বাধা আর পায় না ভূতলে;

BANGLADARSHAN.COM

নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম
ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া-সম।
তুমি সঙ্গে নাই,
বিপন্ন যাত্রীরে আজ ভগবান পাসরিল তাই॥

ভুলি নাই তুমি তুচ্ছ কত।
তবু তুমি এসেছিলে আদিম অণুর মতো
সৃষ্টির সানন্দ নৃত্যে আমার অসীম শূন্যতায়।
তাই মোর যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়
ক্ষুদ্রতম অভাব তোমার
ফিরায়ে এনেছে আজি জন্ম-জন্মকার
নির্বিকল্প প্রলয়ের ক্ষতি;
আচম্বিতে
ঘুচে গেছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে
স্বৈরবৃত্ত রেখার সংগতি॥

জানি না একদা কেন ভালোবেসেছিলাম তোমারে।
শুধু জানি শিখালে মদির অন্ধকারে
অমৃত মর্তেরই দান, স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা
আহরি, জন্মান্ধ করে ভূমাবিরচনা।
জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পারানি;
উপরন্তু ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দর॥

১৪ এপ্রিল ১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

মহাশ্বেতা

মনে হয়েছিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
অনুভব করিবে না কভু আর সহজ বিস্ময়;
বিয়োগের অমিত অভাবে
সুন্দরের আবির্ভাব কেবলই হারাবে॥

তাই যবে বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল দিনে,
গতাসু বরষে,
সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে
বিহ্বল চন্দনগন্ধ মলয়ের কবোষ্ণ পরশে;
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে বৃথা পুষ্পাঞ্জলি
বসুন্ধরা নিজেরে অর্পিল;
বন্দ্র অলি
তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভু সামগান;
উৎকণ্ঠিত প্রজাপতি করিল সন্ধান
অনুর্বরা প্রোষিতারে, বিরহীর চিত্রলিপি ল'য়ে;
কে পরাল রজনীর কনক বলয়ে
উদ্বাহসিন্দুরবিন্দু গোধূলিলগনে;
সে-দিনের দক্ষযজ্ঞে, সার্বভৌম মিলনপার্বণে
পড়িল না তাই মোর ডাক॥

পুনর্বার এসেছে বৈশাখ;
গেছে মুছি
প্রতীচীর পাণ্ডু গণ্ডে জীবনের শেষ রক্ত রুচি।
আজি তবে কেন
বাজায় মোহনবেণু শীর্ণ কুঞ্জে কালের রাখাল?
অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন, ভ্রষ্টপাল
কামধেনু যেন,
পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে
স্মরণের গোষ্ঠে ফিরে আসে॥

BANGLADARSHAN.COM

এক দিন
পুলকি অপরিচিত নদীর পুলিন
তাপতাম্র এমনই নিদাঘে,
যে-অপূর্ব জপমন্ত্র কানে মোর নিবিড় সোহাগে
দিয়েছিল সুন্দরের দূতী
ভ'রে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গের শ্রুতি
সে-প্রণাদ অনুলাপে;
বক্ষে কাঁপে
কী এক বচনাতীত, তীব্র সংবেদন;
সপ্তসিন্ধুপরপারে বিচঞ্চল নারিকেলবন
মৃদুল মর্মরে
সহসা সম্পূর্ণ করে
অসমাপ্ত পরিচয় তার॥

বারংবার
নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখি,
সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এলে কি,
ক্ষণিকা পরমা?
প্রতিবেশী পত্রে, পুষ্পে নেহারি যে তোমারই উপমা;
সে-দিনের ভুলে-যাওয়া তুচ্ছ দানগুলি
ভারাক্রান্ত করি তুলে তপোরিক্ত বৈশাখের ঝুলি।

ঘুচে যায় ভয়;
জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার,
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
অয়ি মহাশ্বেতা॥

২১ এপ্রিল ১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

সঞ্চয়

আজি পড়ে মনে
মুখর নদীর তটে, মর্ম্মরিত দেওদারবনে,
কোনও এক নিদাঘের জনশূন্য দিনে
সদ্যস্নাত দেহ রাখি তৃণে,
বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী,
আপনার অতীত কাহিনী।
উপেক্ষি মিনতি,
হানি মোর চুম্বনে বিরতি,
বলেছিলে সে-নিকুঞ্জে কী মহার্ঘ দান
পেয়েছে তোমার কাছে মোর পূর্বে কত ভাগ্যবান॥

তার পরে বিশ্বস্ত নয়ানে
চেয়েছিলে মুখপানে; বেজেছিল অকস্মাৎ কানে,
অধরার আকৃতির মতো,
তোমার সংযমগত
প্রিয়সম্বোধন।
তবু মোর অভিমানী মন,
মার্জনায় অপারগ, ভেবেছিল ভবিষ্যতে নাই
কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি কিংবা স্মৃতির বালাই,
চেয়েছিল প্রমাণিতে নিদারুণ মোর দস্যুতার
নির্বিকার
ক্ষেত্র-মাত্র তুমি,–
কীর্তির সমাধিস্তূপ, স্বত্বশূন্য, মুক্ত মরুভূমি,
যার ’পরে
অবৈধ প্রবৃত্তি মোর অবাধে বিচরে
অবলুপ্ত ধন-রত্ন-আশে;
রিক্ত যৌবনের পূর্তি ঘটায়ে প্রবাসে,
ঘরে ফিরে, যথারুচি অপচয় করিব সে-ধন॥

বুঝিনি তখন

BANGLADARSHAN.COM

আত্মপ্রসাদের শত্রু, সেই ইতিহাস
অনাগত সর্বনাশে হবে মোর অনন্য আশ্বাস।
তোমার নয়নে
অতীতের ছায়া অবলোকি,
শুধায়েছিলাম তাই, ঈর্ষায় কণ্টকি,
“কেন রবে মনে?
আমি নিমেষের সখা, শুধু তব চাঞ্চল্যের সাথী,
চ’লে যাব স্বল্পপ্রাণ নিদাঘের শেষে
নিরুদ্দেশ থেকে নিরুদ্দেশে।
স্বপ্নাদ্য প্রেমের কলি জাগাল যে-রবির প্রভাতী,
প্রথমে যে-অলি
উচ্ছল হৃদয়সুধা ল’য়ে, গেল চলি,
স্থান তব তাদের স্মরণে।
লাঞ্ছিত ভ্রমর,
মলয়ের ভ্রষ্ট অনুচর,
অকারণে
মধুরিক্ত কমলেরে করিলাম আমি প্রদক্ষিণ॥”

বিগত সে-দিন;
সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে;
রুদ্র কালবৈশাখীর প্রহারে প্রহারে
অপর্ণ সে-উপবন, যার মাঝে নষ্টনীড় স্মৃতি
ঘুরে মরে নিতি,
আর মানে নিরুপায়ে জীবনের পরম সঞ্চয়
নিষ্ক্রোধ নয়নে তব ব্যথিত বিস্ময়॥

১০ ডিসেম্বর ১৯২৯

BANGLADARSHAN.COM

প্রলাপ

জানি, জানি
উপস্থিত বেদনা ও হানি
আমারই প্রবীণ চক্ষে লাগিবে যে মূঢ়তার মতো
এক দিন আশু ভবিষ্যতে।
বিদায়ের পথে
যে-মৌনী শোকের স্পর্ধা করেছে ব্যাহত
দরদীর বাঙ্ময় সান্ত্বনা,
যে-রূঢ় যন্ত্রণা,
উপাড়ি মৃন্ময় মূল, এনেছে আমারে
নৈরাশ্যের পারে,
সে-সবার মহিমা বিনাশি,
মোর বিজ্ঞ হাসি
শোনা যাবে অচিরাৎ আগামী উৎসবে।
সে-দিন মনের মধ্যে সংশয়ের লেশ নাহি রবে;
জিজ্ঞাসুরে বলিব নিশ্চয়
আজিকার অভিজ্ঞতা তুচ্ছ অতিশয়,
তারুণ্যের আতিশয্য, অমৃতের স্পর্শ তাতে নাই॥

কভু যদি সত্য হয় তাই,
তোমার অমর বরে, হে বিধাতা, তবে কাজ নাই।
চাহি না থাকিতে বর্তমান
নির্বিকার পটে আঁকা নিরালোক দীপের সমান।
প্রণয়ের প্রহসনে নায়কের পদ
যে-দুর্মদ
আত্মার নিয়োগে,
থাকুক সে বিপ্রলব্ধ অনন্ত বিয়োগে।
ছাড়িলাম অমৃতের দাবি;
ফিরে নাও প্রতিশ্রুত নন্দনের চাবি।
বজ্রবহ্নি, সংক্ষিপ্ত সংহারে,

BANGLADARSHAN.COM

জাগাক অসহ্য জ্বালা পুনরায় বিক্ষুব্ধ আঁধারে।
কৈবল্যের পরিবর্তে করো প্রত্যর্পণ
নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ;
দিতে চাও, দাও, ভগবান,
সে-চপল চুম্বনের অখণ্ড নির্বাণ;
শুধু এক বার,
ধ্বংসি মুহূর্তের তরে সূক্ষ্ম তর্ক, কুটিল বিচার,
আনো মোরে মুখামুখি নির্বাক নিশাতে
ক্ষীণপ্রাণ পার্থিবার বিশ্বম্ভর প্রণয়ের সাথে॥

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
অমরত্ব মিথ্যা কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞের বড়াই
অক্ষয় শ্রুতির মধ্যে রবে না সঞ্চিত।
আসে মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডবাঞ্ছিত,
আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল,
নিষ্পেষিত মানুষের শোণিতে গুলাল
চরণে অলক্তরেখা আঁকি।
হানো, সে পিনাকী,
হানো তবে তব বিষবাণ;
গলিত পরান
হোক লয় তিলে তিলে, যাক মিশে নিমেষে নিমেষে
স্মৃতিশূন্য বিলয়ের শুদ্ধ নিরুদ্দেশে॥

শুধু যেন রহে অন্তঃশীলা
তোমার অতনুলীলা
মোর ব্যর্থ প্রতীক্ষার অবাধ প্রান্তরে;
ক্ষুধাভরে
যেন না ভরাই বারংবার
বিরহসন্তপ্ত এই শূন্যতা আমার
নব নব ঝঞ্ঝারে আহ্বানি;
নাস্তিক বুদ্ধির বশে কোনও দিন যেন নাহি মানি,

BANGLADARSHAN.COM

হে অন্তরতমা,
তুমি ভ্রান্তি যৌবনের, নও নিত্য সৃষ্টির সুষমা॥

১৮ এপ্রিল ১৯৩০

BANGLADARSHAN.COM

উদ্‌ভ্রান্তি

সে-দিনে বৈশাখ
ধরেছিল ধ্বংসের পিনাক;
জমেছিল সর্বনাশ অনাথ অম্বরে;
তার পরে
ঘটেছিল কম্প্র তাপে অবরোহী আলোর বিকার;
শোষণে নিঃসার
সূর্য, শুষ্ক জবা-সম, উদ্যত কালীর বক্ষ হতে
খসেছিল আঁধি-ঢাকা প্রলয়ের পথে।
সঙ্গে সঙ্গে মহামৌনে কোটিকণ্ঠ নগরের শ্বাস
থেমেছিল; অহেতু সন্ত্রাস
নেমেছিল মোর প্রাণে; হয়েছিল মনে
অনাত্মীয় পরিবেশ ভাষাহীন প্রেতের ক্রন্দনে
উঠিতেছে গুমরি গুমরি।
ছিঁড়ে দড়াদড়ি,
ভয়ার্ত অশ্বের মতো, ছুটেছিল বিলুপ্তির পানে
আমার উন্মত্ত আত্মা মুমূর্ষার টানে॥

BANGLADARSHAN.COM

অকস্মাৎ
বাধা গেল অব্যর্থ সম্পাত;
তোমার আমার কক্ষ, সীমাবদ্ধ স্ব স্ব দেশ-কালে,
মিলে গেল ক্ষণতরে দৈবের খেয়ালে।
নিরালম্ব শূন্যে আচম্বিতে
উপজিল স্বপ্নলোক; নক্ষত্রসংগীতে
শতধাবিভক্ত বিশ্ব পাসরিল বিরোধ, বিবাদ;
আমাদেরই চিত্তের প্রসাদ
সঞ্চরিল নগরীর বিভীষিকাবিক্ষুব্ধ মূর্ছায়–
জাগিল সে, প্রিয়স্পর্শে দয়িতার প্রায়,
ওষ্ঠে অনিশ্চিত হাসি, আঁখিকোণে সন্দিগ্ধ মির্মির
বিতরিল মন্দারের পরাগ সমীর;

চাহিলাম ঊর্ধ্বমুখে,
দেখিলাম অন্ধ তম ঝলমল স্বর্গের কৌতুকে;
তোমার নশ্বর কটি কথা
শুনাল সে-দিন মোরে অমৃতের পরম বারতা॥

সংশয় জেগেছে আজ বুকে;
আবার সম্মুখে
পুঞ্জিত হয়েছে আঁধা স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে;
নিরালোকে
অন্তর্হিন পুন ধ্রুবতারা;
সহচর কারা,
কেন্দ্রস্থলে সংকুচিত আত্মার ধিক্কার।
বারংবার
আতুর নয়ন তাই করে অন্বেষণ
কুটিল আমার মধ্যে তব বভ্রু কেশের মাতন,
অবাধ্য, উৎক্ষিপ্ত বহ্নি-সম;
তাই নিরাশ্রয় স্মৃতি খুঁজে মরে মরুর বাতাসে
অনুপম
সে-তনুর রতিপরিমল;
অক্ষম হতাশে
আবার দেখিতে চাই দরদের বলি সে-ললাটে॥

প্রযত্ন নিষ্ফল।
বৈনাশিক বুদ্ধি হানে করাঘাত ভঙ্গুর কবাটে;
সমস্বরে শূন্যবাদ দেখায় প্রমাণ
আকস্মিক সে-বিস্ময় আপতিক অধৈর্যের দান,
নাই তাতে তিলার্ধ নির্দেশ–
অমর্ত্যের উপাদানে বিরচিত নয় সে-আবেশ;
অলকানন্দার আগমনী
শুনিনি সে-দিন কানে; গর্জেছিল আমারই ধমনী
বাঁধ-ভাঙা রিরংসার আবিল বন্যায়;
মরুবাসী বর্বরের প্রায়,

BANGLADARSHAN.COM

অনভ্যস্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি,
কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
মিটায়েছিলাম তৃষ্ণা, সুধা ভেবে, পর্যুষিত ক্লেদে।
নেশা আজ কেটেছে নির্বেদে:
বিবিক্তিতে তাই
মুমূর্ষার প্রতিকার নাই॥

সে-দিনের সেই ইন্দ্রজাল,
সে আর কিছুই নয়, শুধু গণ্ডে গ্রীষ্মের গুলাল,
অসতর্ক ভুজভঙ্গে যদৃচ্ছ সুষমা?
তাই, নিরুপমা,
অসংলগ্ন স্মরণে কি ফিরে মোর অসংবদ্ধ গান,
প্রবাসে অজ্ঞাতলক্ষ্য পান্থের সমান?

৪ মার্চ ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

নাম

চাই, চাই, আজও তাই তোমারে কেবলই।
আজও বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি–
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিরাশ অসীমে আজও নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে, প্রেয়সী;
গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারই স্মরণ॥

BANGLADARSHAN.COM

তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।
জানি তুমি মরীচিকা, তোমাসনে প্রাণবিনিময়
কোনও দিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
এক দিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম॥

জানি ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সন্ধ্যা নিরুপম
যবে মোর আননে নেহারি,
অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতির পুণ্য বারি
উঠেছিল সহসা উচ্ছলি।
জানি সেই বনপথে, চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
আপনারে ছলি,
পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল।

জানি কত তরুণীর গাল
অমনই অধৈর্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে;
অনূপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। ক্রমাগত
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে, ঝড়ে;
যুগান্তরে
তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধূলায়॥

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম–
নাম–শুধু নাম–শুধু নাম॥

১৫ মে ১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

জিজ্ঞাসা

দিলেম বিমুক্ত ক’রে পিষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার,
অমোঘ প্রয়াণে তার রাখিব না মিনতির বাধা;
কব না উদাস কণ্ঠে জীবনের যথার্থ সমাধা
যৌবনমধ্যাহ্নে আজি অকাতর বিস্মরণে তাঁর॥

বার্ষিক প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে
বিচ্ছেদবিধূর লগ্নে পরস্পর যাত্রীর নয়ানে;
জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্তসখাকে॥

তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই
যে-অবেদ্য অভিজ্ঞান, চমৎকৃত যে-অনুকম্পন
বুলাল অমৃতযোগে চারি চক্ষে পরম চেতন,
সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনও অর্থ নাই?

সে-জাদু ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে,
অভিরাম, গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে?

২১ জানুআরি ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

সমাপ্তি

ভুলেছ কি তবে?
আগন্তুক বিরহের উদ্‌ভ্রান্ত গৌরবে
দিয়েছিল যেই অঙ্গীকার,
একটি অক্ষরও তার
কালের কবল হতে পারোনি কি রাখিতে সঞ্চিয়া,
হায়, মোর অতিক্রান্ত বসন্তের প্রিয়া?
নাই মনে
বিদায়ের পথপ্রান্তে অন্তহীন অন্তিম চুম্বনে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা চেয়েছিলে স্বায়ত্তে আনিতে
হেমন্তের জঙ্গম নিশীথে?
নিবিড় চোখের মৌনে দুঃসহ মিনতি
করেছিল দ্বিধায় মন্থর
অসমাপ্ত মুহূর্তের উর্ধ্বশ্বাস গতি।
ক্ষীয়মাণ তব কণ্ঠস্বর,
ব্যাপক বিচ্ছেদে হানি প্রগল্‌ভ ঘোষণা।
বলেছিল, কভু ভুলিব না॥

আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী
লণ্ড ভণ্ড ক'রে থাকে প্রস্তরিত সে-পুরাকাহিনী
অরক্ষিত অন্তরে তোমার;
বিশ্ববাসনার
অধীর মদির ঘ্রাণ বিকশিত লাইলাক্‌-বাসে,
অন্বেষি অদৃশ্য ছিদ্র, যদি ছুটে আসে
শোকস্তব্ধ সমাধিমন্দিরে;
রাত্রির গভীরে
আনে যদি চক্রী সমীরণ
নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ
রাজভক্ত নিবৃত্তির দ্বারে;
তোমার অক্ষম হিয়া নিরুদ্দিষ্ট প্রণয়ের ভারে

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম দস্যুর পদে যদি লুটে পড়ে,
তাই হবে সিদ্ধ হোক; অপ্রাকৃত নিষ্ঠার নিগড়ে
তোমার দাক্ষিণ্য যেন বিষায়ে না উঠে,
ধর্মভ্রষ্ট অঙ্গ-সম, আত্মগত উগ্র কালকূটে॥

করিলাম স্বত পরিহার
কপোলকল্পিত দাবি, বৃথা অধিকার;
আমার প্রলাপ,
পঙ্গু ঈর্ষা, ব্যর্থ অভিশাপ
ও-তনুর ভোগাতীত ঐশ্বর্যের ’পরে,
সন্তপ্ত যক্ষের মতো, জাগিবে না যুগে যুগান্তরে।
যেও সবই ভুলে;
চিত্ত হতে ফেলে দিও তুলে
প্রাণহীন প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভৌম মূল।
অবসিত দুঃস্বপ্নের ভুল
জাগ্রত হৃদয় হতে যেন খ’সে যায়,
মিলনের সমারোহে প্রোষিতার জীর্ণ বস্ত্র-প্রায়॥

শুধু যবে গোধূলিলগনে
এ-বসন্তে পুনর্বার নব সখা-সনে
উপনীত হবে নদীতীরে;
চক্ষে অকারণ নীর, সুখশ্রান্তি শায়িত শরীরে,
আবার দেখিবে চাহি রাত্রি দেয় জ্বালি,
দিনের স্ফূলিঙ্গ-যোগে, স্বর্গদারে তারার দীপালী,
তখন পারো তো মনে কোরো-ক্ষণতরে
বিগত বৎসরে,
এই পীঠে, এমনই প্রদোষে,
বিপন্ন পথিক এক, পদপ্রান্তে ব’সে,
তোমাতে জাগায়েছিল শাশ্বতীরে অকাল বোধনে।
কিন্তু যদি লজ্জা পাও সে-কথাস্মরণে,
নিঃসংকোচে তবে
নাম সুদ্ধ ভুলে যেও, মেনে নেব বিলুপ্তি নীরবে॥

২০ মে ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

দৈন্য

নিরালোক, স্তব্ধশোক, আয়ত নয়ানে
চেও না, চেও না মুখপানে,
দ্বিধাকম্প্র স্বরে
বোলো না, বোলো না মোরে
এ-সর্বনাশের দায় কেবলই তোমার;
বারংবার
কল্পিত কলুষ-নত শিরে
এনো না, এনো না ডেকে বিধির ধর্মিষ্ঠ অশনিরে;
ভেবো না, ভেবো না
মোর অন্ধ দুরাশারে সংহারিল তোমার বঞ্চনা;
জানায়ো না অনুতাপ আর অকারণে॥

আমি তো করিনি কভু মনে,
কখনও করিনি মনে প্রভুত্বের উন্মাত্র প্রমাদে,
রাগরিক্ত চিত্তপটে তব
অক্ষয় রেখায় আমি দীপ্র হয়ে রব;
মিলনের তন্ময় প্রসাদে
ভুলি নাই দুর্নিবার বিকারের কথা;
মানিনি ভঙ্গুর ভবে নিতান্ত সুলভ অমরতা॥

আমার অক্ষম বুদ্ধি দিবস-রজনী
শুনেছে অন্তরপথে বিপ্লবের নিত্য পদধ্বনি;
জানে আপনার দৈন্য। তাই ডোবে নির্বাক ধিক্কারে
বিপ্রলব্ধ হৃদয়ের দাম্ভিক বিলাপ;
তাই মোর উদ্বাস্তু সন্তাপ
পায় না প্রতিষ্ঠা আজ আত্মম্ভরি অসূয়ার দ্বারে;
তাই মোর প্রাণ
স্মৃতিশূন্য অন্ধকারে খুঁজে মরে নিশ্চিহ্ন নির্বাণ॥

১০ মার্চ ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

ধিক্কার

ধিক্কারে বিষায়ে ওঠে মন
যখনই স্মরণ
নিরুদ্দিষ্ট চংক্রমণে ফিরে সে-তিথিতে
যবে তব করপুটে মোর হিয়া পেরেছিল দিতে,
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা মানি,
সর্বশেষ অন্তরীয়খানি,
নিজেরে উজাড় করি, নিষ্কবচ করি॥

হায়, আত্মম্ভরি,
তার অর্থ পশিল না তোমার মানসে:
যৌবনের নির্বোধ সাহসে
প্রাপ্য ভেবে, সে-নৈবেদ্য তুমি নিলে তুলি;
দেখিলে না কাঁধে শূন্য ঝুলি,
চ'লে যায় লোকান্তরে মৈত্রীর দেবতা,–
প্রত্যাখ্যাত আশীর্বাদ, প্রতিহত অমৃতবারতা॥

বুঝিলে না, তুমি বুঝিলে না
তুমি শুধু উপলক্ষ; মুক্তহস্ত বিধাতার দেনা
আমি চাই শুধিবারে, তোমারে মধ্যস্থমাত্র ক'রে।
ঋতুপতি বৎসরে বৎসরে
আনিল আমার তরে যে-বিচিত্র বরণের ডালি,
যে-দিব্য দীপালী
জ্বেলে দিল অমাবস্যা মাসে মাসে মোর সংবর্ধনে,
দিন দিন চিত্তের গহনে
উদয়াস্ত রেখে গেল যে-অক্ষয় রূপের সঞ্চয়,
সে তো নয়
ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের লাগি॥

সম্ভোগের স্বপ্ন থেকে উঠেছিল জাগি
আমার হৃদয় তাই, তোমার ভিক্ষার গান শুনে।

BANGLADARSHAN.COM

তাই সেই অমিত ফাল্গুনে,
সার্বভৌম সুন্দরের অমূর্ত উদ্দেশে,
দেহের দেউলে তব সঁপিলাম সর্বস্ব অক্লেশে॥

কিন্তু ঋণ চুকিল না; কৃতজ্ঞতা হল না লাঘব;
শুধু জনরব
পিটায়ে বিদ্রূপডঙ্কা হাটে হাটে করিল ঘোষণা
অবান্তর অলজ্জার ব্যর্থ বিড়ম্বনা।
সন্ধিক্ষণ
প্রমাণিল আমি অকিঞ্চন।
বৈদ্যুতিক ব্যথা
দেখাল নিঃসঙ্গ শয্যা, উদ্‌ভাসিল নিরর্থ নগ্নতা
মতিভ্রান্ত উর্বশীকান্তের॥

সর্বস্বান্ত যে-ক্ষতির জের
রেখেছে অজ্ঞাত ক'রে আজও মোরে দুঃস্থ নির্বাসনে
পথশূন্য বনের নির্জনে,
সে-সর্বনাশের দায়, জানি, নয় তোমার, আমার।
তথাপি ধিক্কার
মর্মে মর্মে তীব্র কষা হানে;
নিরস্ত্র, বিবস্ত্র হিয়া ছুটে চলে মুমূর্ষার পানে॥

২৩ জানুআরি ১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

সর্বনাশ

“বুঝি”, বলেছিলাম সে-দিন, “সবই বুঝি।
করিব না পুঁজি
প্রেমের সমাধিস্তূপে মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল।
মহাকাল
আমার ঈর্ষার বিষে নীলকণ্ঠ কখনও হবে না।
মূঢ়তার সেনা
ফাল্গুনীর প্রতিপক্ষে স্মরণের অক্ষম সঞ্চয়
জমাবে না পণ্ডশ্রমে যাবার সময়॥”

“জানি”, বলেছিলাম, “ও-তনু
আশুক্লান্ত উপাদানে বিরচিল বিধি।
তাই ফুলধনু
ক্রমাগত হানে তব হৃদি;
ধৈর্যের অনর্থে তুমি কণ্ঠাগত প্রাণ;
তোমার সাহস কাড়ে বৈধব্যের প্রেতার্ত শ্মশান।
তাই নিরন্তর
খোঁজে হিয়া বাটে বাটে যাত্রাসহচর।
শেফালীর প্রায়
তোমার কোমল বৃন্ত নিজ ভারে তাই ছিঁড়ে যায়
নিষ্ঠার জটিল বৃক্ষ হতে;
প্রীতির উদ্ভিন্ন কলি অকৃপণ মলয়ের স্রোতে
খ’সে পড়ে পদাশ্রিত পথিকের শিরে॥”

অন্তিম চুম্বন মম বিসর্জি তোমার অশ্রুনীরে,
তাই বলেছিলাম, “ইন্দ্রাণী
ইন্দ্রত্বের বিপর্যয়ে তুমি, দিবে আনি
প্রসন্ন স্বর্গের বর আগন্তুক তপস্বীর হাতে
অনাগত ফাল্গুনের প্রাতে॥”

আজও সবই বুঝি।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণপণে অন্তশ্চক্ষু বুজি,
সত্যের নিষ্ঠুর রশ্মি কোনও দিন করিনি ব্যাহত।
আজও জানি, বুদ্বুদের মতো,
ক্ষণপ্রাণ মানুষের ভঙ্গুর, রঙ্গিল অঙ্গীকার,
ব্যর্থতাফেনিল হয়ে, টুটে বারংবার,
কালের প্রপাত যেথা, বিপর্যস্ত সৃষ্টির কিনারে,
বেগে নামে অনন্ত আঁধারে॥

আরও জানি
অনিত্য ব'লেই তুমি, দীপ্র তব নয়নের বাণী,
মদালস নিকুঞ্জের অন্ধকার নাশি,
বিদ্যুদ্‌বিলাসসম ফুটেছিল, সহসা উদ্ভাসি
মোর ক্ষিপ্র বাসনার পৃথুল প্রসার।
কটিভ্রষ্ট বসন তোমার
তাই ক্ষণে ক্ষণে
উপেক্ষার অভিযোগ এনেছিল মৌনের শ্রবণে;
রোমাঞ্চের সংক্রামী বিস্ময়ে
অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব ফিরেছিল মদির মলয়ে॥

সবই জানি, সবই আছে মনে।
তবু বুদ্ধি হার মানে, নিরশ্রু ক্রন্দনে
প্রাণের পরম শিরা ছিঁড়ে যায় মর্মমাঝে যেন।
যদি তুমি পরাঙ্কে আসীনা,
তবে কেন
আজও বাজে সৃজনের বীণা;
এখনও ভাঙে না তাল উর্বশীর হীরক নূপুরে?
কেন মরে ঘুরে,
বিলয়ের পথরোধ করি,
ব্যোমের পরিধি-'পরে সমান্তর নক্ষত্রপ্রহরী?

মনে হয় ফাঁকি, সবই ফাঁকি,–
মায়ার মুকুরপটে রিক্তগর্ভ প্রতিবিম্ব আঁকি,
যত সত্তা চ'লে গেছে অন্য কোনওখানে

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের সন্ধানে।
মনে হয়
অতল শূন্যের শেষে প’ড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়,
দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে॥

জানি, জানি অনাদ্যন্ত কালের মাঝারে,
জানি, তুমি অতিশয় হেয়,
নগণ্য বিন্দুর চেয়ে, অণু হতে আরও অবজ্ঞেয়।
তাহলেও তোমার অস্থিতি
নিয়েছে হরণ ক’রে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি।
জানি সবই, তবু পরিবর্তনে তোমার
অসূর্য পেয়েছে ছাড়া, এমনকি নিত্য বিধাতার
জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি
ডুবেছে নাস্তির গর্ভে, সে-কথাও জানি॥

BANGLADARSHAN.COM

২৩ জানুআরি ১৯৩১

মার্জনা

ক্ষমা? ক্ষমা? কেন চাও ক্ষমা?
নিরুপমা,
আমি তো তোমার ’পরে করিনি নির্মাণ
অভ্রভেদী স্বর্গের সোপান;
স্থাপিনি অটল আস্থা বিদায়ের দিব্য অঙ্গীকারে;
ভাবিনি তোমারে
নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিষ্প্রাণ;
ভুলিনি তো তুমি মুগ্ধ নিমেষের দান॥

তোমার আহ্বান,
মোর স্তব্ধ ভবিতব্য হয়নি,
উন্মত্ত উৎসবরাতে পঙ্গু বক্ষে দিয়েছিল আনি
চপলার উতল উল্লাস।
ভালো লেগেছিল ওই উদ্দাম, উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্ত স্পর্শে, ধান্যসম, কেলিপরায়ণ,
লক্ষ লক্ষ মধুপের মদির গুঞ্জন
তব ক্ষিপ্র কণ্ঠের আড়ালে।
সে-দিন তুমি যে এসে সম্মুখে দাঁড়ালে,
উৎসরি অচ্ছোদ নেত্রে যৌবনের উন্মুক্ত ফোয়ারা,
মূর্তিমান বিপর্যয়-পারা॥

চেও না, চেও না তবে ক্ষমা।
নব বসন্তের প্রাতে অশোকের উদ্বেল সুষমা
কখনও কি ক্ষমা মাগে বন্ধ্যা ফণিমনসার কাছে?
ক্ষত পদে ফিরে এসে পাছে,
চাহে কি উধাও যাত্রী হিমসুপ্ত শিলার মার্জনা?
নিষ্করণ ও-অনুশোচনা
আমার নিরিক্ত মর্মে বিষাক্ত শেলের মতো বাজে;
কিছুতে ভুলিতে পারি না যে
সংকীর্ণ বিশ্বের কোণে আজও বৃথা জুড়ে আছি ঠাঁই

BANGLADARSHAN.COM

সহজ প্রগতি তব বাধা পায় তাই,
থাকি থাকি
লক্ষ্যহারা হয়ে যায় তোমার করুণাপ্লুত আঁখি;
তাই বারে বারে,
ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে
আত্মারে গচ্ছিত রেখে, আপনারে ভাবো চিরঋণী,
ক্ষমাভিখারিনী॥

৯ মার্চ ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি:
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা:
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

BANGLADARSHAN.COM

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে–
মনে হয় যেন শত জনমের আগে–
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ’রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে:
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।
স্বপ্নালু নীশা নীল তার আঁখি-সম;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা:
সে ভুলে ভুলূক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না॥

২৭ অগস্ট ১৯৩১

BANGLADARSHAN.COM

বিস্মরণী

কেন ধাও মোর পাছে পাছে?
কিছু নেই কাছে;
দিয়েছি উজাড়ি সবই নিলখ চরণে।
জীবন্ত মরণে
আপনারে নিকামত রেখেছি বেষ্টিয়া;
স্বভাবের সার্বভৌম ক্রিয়া
ব্যাহত হয়েছে মোর নিবৃত্তির নিশ্চল তুহিনে॥

নবাগত ফাল্গুনের দিনে
ধরণী, উমার মতো, যবে মোর সমাধির মূলে
ফলে-ফুলে,
বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে রচেছে প্রেমের উপহার,
তখনও মারের গৈবী ধনুর টংকার
শুনি নাই মুগ্ধ কান পেতে;
আত্মদুঃখে মেতে,
নির্জীব স্মৃতিরে বহি, ফিরেছি তাণ্ডবে,
ত্রিভুবন ছারখার করি;
শূন্য নভে
রিক্ত প্রতিধ্বনি-স্ফীত অট্টহাসি ভরি,
উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা,
বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা॥

যেখানে যায় না কোনও লোক,
যেথা নাই ব্যাধি, মৃত্যু, নিরঞ্জন নিষ্কাম, নিঃশোক,
নিশ্চিহ্ন তুষারে ব'সে, আপনার মনে
প্রহরের জপমালা গণে,
তারেও দিইনি অব্যাহতি।
হায়, সতী,
তোমার শটিত স্মৃতি, খ'সে নিজ ভারে,
কামক্লিন্ন পীঠে সেথা স্থাপিত করেছে আপনারে॥

BANGLADARSHAN.COM

তোমার ধেয়ানে
সঁপেছি আমার নিদ্রা; কণ্টকশয়ানে
ভুঞ্জেছি, জাগর স্বপ্নে, নিশি-ডাকা সংসর্গ তোমার।
একমাত্র তারা-জ্বালা গাঢ় অন্ধকার
নিয়ত এনেছে মনে অসীম, নীলিম আঁখি তব,
নিবিড়, রহস্যময়, অন্তর্দীপ্ত, দ্রব।
অগোচর নারিকেলবনে
মৃদুল মর্মর তুলে, খোলা বাতায়নে
কবোষ্ণ মলয় যবে ছুঁয়ে গেছে অলক্ষ্যে আমার,
ক্ষণিক মায়ায়
ভেবেছি, বিহ্বল হয়ে, হয়তো বা তুমি ঘুমঘোরে,
রুদ্ধ কণ্ঠে করি প্রিয়সম্বোধন মোরে,
রোমাঞ্চ বিথারো দেগে উচ্ছ্বসিত কুন্তলের স্রোতে॥

আবেশ কেটেছে অশ্রুনীরে;
রুদ্ধশ্বাস গৃহ হতে ছুটেছি বাহিরে;
দেখেছি ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ মন্দগতি কালের সৈকতে
চেয়ে আছে আশাপথ কার,
সুপ্ত কোন্ লগ্নভ্রষ্ট অভিসারিকার।
সঙ্গে সঙ্গে মোহের জোয়ারে
ডুবে গেছে শিক্ষা-দীক্ষা, ভূগোল-বিজ্ঞান একেবারে;
ভেবেছি তুমিও বুঝি শয়নবিবাগী,
দিগন্তরে,
সুখশ্রান্ত পুরীর শিখরে,
ঊর্ধ্বমুখ আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়ায়ে, অভাগী,
করো অনুভব
সর্বস্বান্ত বিরহের আত্মস্থ গৌরব॥

আরও কিছু চাও?
ক্লান্ত আমি; অব্যাহতি দাও।
আলেয়ার ডাকে
দুর্লভ যৌবন মোর রুদ্ধ আজ পঙ্কের বিপাকে;

BANGLADARSHAN.COM

মুছেছে আমার ভবিষ্যৎ;
অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে;
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী অরাজক অন্তর আমার;
আশা নাই, ভাষা নাই, কেবল ধিক্কার
রিক্ত মর্মে মাথা কুটে মরে;
মৃত্যুর পাথেয়-মাত্র রাখি নাই সঞ্চয়ন ক'রে॥

তাই বলি মিছে
ফিরো না আমার পিছে পিছে;
দিতেছি অঞ্জলি এই সর্বশেষ গান,
হে প্রলুব্ধ ছায়াময়ী, অন্তরীক্ষে করো অন্তর্ধান॥

৩০ জানুআরি ১৯৩৩

BANGLADARSHAN.COM

অর্কেস্ট্রা

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ বন্ধুবরেষু–

১

নিবে গেল দীপাবলী; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান; জাগিল বিনম্র সুরে
কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে
সমাসক্ত নাগর-নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষিল
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো; গাঢ়হাস্য প্রণয়ের
একান্ত প্রলাপ লজ্জা পেল সাধারণ্যে। আচম্বিতে
সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত
রতিপরিমল, পরদেশী সংগীতের ঐকতান
সমর্থনে যেন, পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে
অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ॥

BANGLADARSHAN.COM

*

অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা;
অতন্দ্রিত জোনাকি মিয়মাণ;
বিদায় মাগে মলিন শুকতারা;
স্বপনলীলা হয়েছে অবসান॥

ত্রিযামা রাতি চাহিয়া বৃথা যারে,
জাগিল ধরা বিজন ফুলশেজে,
ছিন্ন ফুল, শুষ্ক সহকারে
উঠে কি তারই পদধ্বনি বেজে?

সে আসে ওই, সে আসে ওই দূরে,
উতল বায়ু অধীরে কহে কানে;
স্তম্ভসম তরুর চূড়ে চূড়ে
প্রহরী পাখী মধুর হল গানে॥

*

রাত্রিশেষের দ্বিধাদুর্বল আলো
উঁকি মারে ওই খোলা জানালার
নির্বাণ দীপে ধূমকজ্জল কালো
মূর্ত করেছে ব্যর্থ প্রতীক্ষারে॥

বিশ্বজগৎ হিম কুয়াশায় ঘেরা;
দীর্ঘশ্বাসে বিষায়িত মোর গেহ;
রবি, শশী, তারা–সর্ববল্লভেরা,
সকলে উধাও; দূরে, কাছে নেই কেহ॥

কে জানে কোথায় আজিকে সে পলাতকা,
সে-মায়ামৃগীরে কের ধরেছে, ফাঁদ পাতি?
মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী॥

চিন্তাও আর আগায়ে যেতে না পারে;
গতাসু হতাশ; বিলাপ চেতনাহত।
সহসা বিমুখ বাতাসে বন্ধ দ্বারে
কার করাঘাত বাজে স্বপনের মতো?

২

ফুকারিল রণতূর্য; প্রতিধ্বনি প্রভব দুন্দুভি
সাড়া দিল সমস্বরে; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিল বিপুল মন্দ্র; তন্ত্রে তন্ত্রে হল বিনিময়
গমক, মূর্ছনা, মীড়; লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিল দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝংকার। তরুণীর বভ্রু কেশে
সঞ্চরিল শিহরণ বিচঞ্চল করতাল থেকে॥

*

সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে:
শাপবিমোচিত সবুধা বন্দে তারণ চরণোপান্তে।
মলয় কমলরজ বরষে; মধুকর মুখরে হরষে;

BANGLADARSHAN.COM

মায়ামুকুরিত সরসে ছায়া নিরখে কান্তে।
সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে॥

আগত, আগত উদার সবিতা: প্রাচী রঞ্জিত রাগে;
উত্তর-দক্ষিণ-অস্তদিগন্তে লাগে আশিস্ লাগে।
চিরপরিচিত গৃহশিখরে কুহককনককণ ঠিকরে;
ধূলিমলিন পুরশিখড়ে জাগে শিখরণ জাগে।
আগত, আগত উদার সবিতা: প্রাচী রঞ্জিত রাগে॥

*

ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র;
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য;
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র;
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য॥

কুন্তলে তব শরৎসাঁঝের ঋদ্ধি;
পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে;
উরসে তোমার মর সাধনার সিদ্ধি;
ধরা রূপবতী, সে তোমারই অনুষঙ্গে॥

কত জনমের বঞ্চনাব্যথা মত্ত
পেয়েছে তোমার তিনটি কথায় ক্ষান্তি।
অলীক স্বপন–তুমিই নিপট সত্য;
চলচঞ্চলা–তুমিই পরম শান্তি॥

৩

নীরব সকল যন্ত্র; ক্লান্তিহীন বেহালা কেবল
ফিরিল সপ্তকরথে সমধর্মী সুহৃৎ-সন্ধানে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। টুটিল হঠাৎ সনির্বন্ধ
অনুনয়ে তার শরমের সংকোচন নির্বচন
পিয়ানোর বুকে; সঞ্চালিত কড়ি ও কোমলে দ্রব
সুর উদ্বেল, উচ্ছল হল; অতিমর্ত্য অনুনাদে
ভ’রে গেল সংগীতের শূন্য অবকাশ। মোর পাশে
মৌণ বিদেশিনী অহৈতুক সোহাগের আকস্মিক,

BANGLADARSHAN.COM

গূঢ় প্রবর্তনে স্থাপিল অধীর পাণি দয়িতের
চমৎকৃত ভুজে, চিত্রল নখের মূলে শশিকলা
করি বিকিরণ। পরশিল আমারে উত্তরী তার॥

*

দখিন বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।
সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা,
অশীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
কহিল সমীরণ কী কথা কানে কানে?

অচল শিলা-বুকে উন্মাদিনী নাচে;
স্ফুরিত তনুলতা, বুঝি না, কারে যাচে।
মেখলা, কটিতটে, চমকে ছায়ানটে;
নূপুর জাদু রটে; করবী উড়ে পাছে।
স্তব্ধ মেঘে যেন সৌদামিনী নাচে!

BANGLADARSHAN.COM

সে যেন মায়ামৃগী, বিতরি কস্তুরী,
পাগল বায়ু-সনে খেলিছে লুকাচুরি!
কখনও বনছায়া ঢাকে সে-বরকায়া;
কভু সে-পীত মায়া আলোরই কারিগুরি।
অপ্সরীতে প্যানে খেলে কি লুকাচুরি?

*

ছায়াবীথি মোহে ঢাকা,
সোনা-খচা পথখানি,
ফুলে অবনত শাখা
গুঞ্জরে বনবাণী॥

জানি আছ সে-রহসে,
তবু খুঁজি দিশাহারা–
অগোচর তামরসে
অলি বুঝি মাতোয়ারা॥

নাতিদূরে তব হাসি
উন্মথে নীরবতা;
কঙ্কণ কলভাষী
বলে, শুনি, উপকথা!

হে তপতী, তোমা চুমি,
বায়ু আজি হিমজয়ী!
দিবে না কি ধরা তুমি,
ওগো কৌতুকময়ী?
অবশেষে দাও দেখা,
বুকে লাইলাক্-রাশি;
মুখে রঙ্গিলা রেখা,
ছুটে চলো পাশাপাশি॥

অচিরাৎ ছল ভুলি,
ফিরে চাও আনমনে;
পথপাশে ফুলগুলি
ঝ'রে পড়ে অযতনে॥

গূঢ় অশ্রুতে যেন
অকারণে দ্রবীভূত,
হাতে হাত রেখে, কেন
করো মোরে অভিভূত?

তার পরে ভাবাবেশে
সংকোচ বিস্মরি,
অধরার উদ্দেশে
পা বাড়াও, সহচরী॥

ডাকে বন সমুখে যে,
ঘরতর হয় ছায়া!
সেখানে কি ফুলশেজে
মিশে যাবে দুটি কায়া?

BANGLADARSHAN.COM

৪

আবার সকল তুরী, সমস্ত বিষাণ আরম্ভিল
সমস্বরে কাংস্য কোলাহল; অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝংকারিল সমুচ্চ সপ্তমে; মহীয়ান্ অর্গানের
সাগরসংগীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ ডুবে গেল
ক্ষীণতোয়া তটিনীর মতো। ত্রিভুবন পরিপ্লুত
হল তানে, তালে, সুরসমন্বয়ে; রহিল না কোনও
ছিদ্র, নিবৃত্তি, বিরাম। রঙ্গমঞ্চ হতে পলাতক
আলোকের স্পন্দিত অণিমা বিচ্ছুরিল অকস্মাৎ
পার্শ্ববর্তী যুবতীর নীলাঞ্জন নয়নের কোণে॥

*

অগাধ গগন হতে, দ্বিপ্রহরে,
আলোর সোনালী সুরা অঝোরে ঝরে;
সে-মাতনে বাহু তুলে, অটবী দোদুল দুলে;
তারই কণা ফুলে ফুলে উঠেছে ভ’রে।
ঝরে আলোকের সুরা দ্বিপ্রহরে॥

অসীম নীলিমা হাসে উদার নভে;
পুলকিত শ্যামলিমা অখিল ভবে।
ছায়াতে কি প্রয়োজন? সংকোচ অশোভন
মিলনের বিবসন মহোৎসবে।
ধরণীতে শ্যামলিমা, নীলিমা নভে॥

কখন হয়েছে মূক পাখীর গীতা;
অকপট সমারোহে বচন বৃথা!
শোনো মৌনের তলে বিধাতা অবাধে চলে,
আঁকিয়া অলখ হলে প্রাণের সীতা!
অকপট সমারোহে বচন বৃথা॥

*

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
আচম্বিতে পথের অবসান;

BANGLADARSHAN.COM

তপোবনে কল্পতরুর মূলে
আবির্ভূত নিত্য বর্তমান॥

পরপারে নাম-না-জানা গ্রাম
রৌদ্রে রঙিন মরীচিকার প্রায়;
পশ্চাতে মাঠ উধাও, ঘনশ্যাম,
লুটায় গিয়ে স্বর্গলোকের পায়॥

সাত সমুদ্র পেরিয়ে, চারণ বায়ু
অচিন ভাষায় করছে কথকতা;
ঝংকারে তার মুখর মোদের স্নায়ু;
জিহ্বা অবাক, নয়ন বলে কথা॥

থামল প্রলাপ স্রোতস্বিনীর মুখে;
স্তব্ধ হল হাওয়ার কোলাহল;
শুনতে পেলেম আপন নীরব বুকে
আহুতি চায় অজর হোমানল॥

BANGLADARSHAN.COM

পড়ল তোমার ব্যাকুল বসন টুটে,
বিশ্বম্ভর চরণপ্রান্ত চুমি;
ফিরল পুলক রিক্তাকাশে ছুটে।
কল্পলোকের উর্বশী কি তুমি?

শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত বসুন্ধরা;
ত্রিভুবনে কেবল তুমি-আমি:
সৃজনপ্রাতের প্রথম যমক মোরা,
প্রলয়রাতের শেষ বনিতা-স্বামী॥

৫

সহসা ডম্বরু, ডঙ্কা বজ্রকণ্ঠে উঠিল হুংকারি;
ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ ঝঞ্ঝনা ঝংকারিল করতালে
বিপরীত সুরে; রহি রহি নিবদ্ধ তন্ত্রের ’পরে
বিচরিল অসংগত সুরের ঝলক; তীব্র বাঁশি,
বিদীর্ণ কীচক-সম, প্রচারিল প্রলয়ের ক্ষতি

অরুন্তুদ হাহাকারে; অর্গানের সান্তর গর্জনে
বাসুকির নাভিশ্বাস শ্রুতিগম্য হল অচিরাৎ;
পিয়ানোর ক্ষিপ্ত আস্ফালনে উচ্চারিল মূর্ত মৃত্যু
নৃশংস নির্দেশ। সে-বিক্ষুব্ধ উতরোলে কিশোরীর
উদ্দীপ্ত নয়ন নিবে গেল আচম্বিতে; নিরুৎসুক,
শ্লথ, স্তব্ধ তনুলতা তার অকস্মাৎ মোর রিক্ত
বুকে করিল সঞ্চার বিষাদের উদাস বেদনা॥

*

আজি ফাগুনবেলার পরসাদ
যায় হারায়ে অকাল বাদলে
ভাঙে সুখশ্রান্তির অবসাদ
ওই মত্ত মেঘের মাদলে।
ফুঁকে কালবৈশাখী তূর্য;
কাঁপে দেওদার, বট, ভূর্জ;
ডুবে মধ্যদিনের সূর্য
ভীমা অমাবস্যার আদলে।
টুটে সিদ্ধ কামের পরমাদ
আজি সহসা অকাল বাদলে॥

ঘোর ঈশানে সঘনে গরজায়
ওই প্রলয়পাগল অশনি;
ভাঙা কুঞ্জবনের দরজায়
নাচে রুদ্রাণী দিগ্‌ বসনী;
তারই লেলিহান অসি খরধার
লিখে গগনে গগনে সংহার;
যত ত্রিকালতিষ্ঠ মূলাধার
পাড়ে ঝঞ্ঝা বরাহদশনী।
ধরা আঘাতে আঘাতে মূরছায়;
ক্রোধে গরজে গগনে অশনি॥

আজ মহেশ মেলেছে বিলোচন,
পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে;

BANGLADARSHAN.COM

হল বিন্ধ্যের শাপবিমোচন,
পুন সৌরলোকে সে ছুটেছে।
বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের;
যত তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা মেতেছে গাজনে চড়কের;
সারা বিশ্বের স্থিতি টুটেছে।
ওই রসাতলে যায় ত্রিভুবন;
আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে॥

*

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, “তোমার প্রেমে
নই কি আমি প্রথম আগন্তুক?”
অবাক বিষাদ এল তোমার চক্ষে নেমে;
রক্তে ভাঁটা, ফিরিয়ে নিলে মুখ॥

বলতে গিয়ে, আটকে গেল আত্মকথা;
করুণ কাঁপন লাগল ওষ্ঠাধরে;
আচম্বিতে সংকুচিত তনুলতা,
লুকাল না লজ্জা দিগম্বরে॥

BANGLADARSHAN.COM

যোগ হারাল হঠাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে,
শূন্য ঘিরে রইল আমার বাহু;
নাড়লে মাথা, কাঁটায় কাঁটা গোলাপবনে
গর্বেরে মোর করলে কি গ্রাস রাহু?

লুপ্ত হল আধারবিন্দু বিশ্ব হতে;
খিল খসাল নাস্তি পুনর্বার;
ভাগ্যরবি চলল ছুটে পাতালপথে;
চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার॥

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের ’পরে;
সামনে মরু অস্থিসমাকুল।
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে;
অস্তমিত বিধির আমি ভুল॥

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ সকলই। তার পর আর বার
মোহন মুরলী কী অপূর্ব পূরবীর মোহময়
সুরের আবেশে তুলিল রণিত করি সীমাশূন্য
শূন্যতার হিয়া; সারেঙ্গীর রলরোল বিলম্বিত
তালে সমাচ্ছন্ন পিয়ানোর মুখে সিঞ্চিল পরম
যত্নে সঞ্জীবনী সুধা; অলক্ষ্য কিঙ্কিণী ঝংকারিল
শান্ত সুরে বিরামে বিরামে। কান্তের বিহ্বল স্পর্শ
ফিরে দিল উৎসুক কম্পন যুবতীর জড় দেহে॥

*

সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে
অঙ্গারমসি প্রেমালোকে করে পুণ্য;
পূর্ব গগনে মধুনিশা আসে মন্থরে,
প্রতিচ্ছায়ায় রঙীন উদাস শূন্য॥

পরপারে, কোথা অনামা গ্রামের কির্মীরে,
দৈববাণীর ছন্দে মুখরে ঘণ্টা;
এ-পারে, সুচির ধ্রুবতারকার মির্মিরে,
স্নাত উপবন পাসরিল উৎকণ্ঠা॥

দূর দিগন্তে, নিবাত ধূমের ডম্বরে
বাজে পলাতক ঝড়ের মুরজমন্দ্র;
গত দুর্যোগ—সে যেন ঊষার অম্বরে
বিরহরাতের দুঃস্বপনের চন্দ্র!

অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী;
পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা;
ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে ঊর্বশী;
তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা॥

অভয় নিশার দক্ষিণ হাতে উদ্ধৃত,
সপ্ত প্রদীপ ম্রিয়মাণ বাম হস্তে;

BANGLADARSHAN.COM

যদিও দিনের ভাস্বর আঁখি মুদ্রিত,
মর্ত্যমহিমা যায় নাই তবু অস্তে॥

*

স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে;
নিবিড় নীল নয়ন-কোণে সজল স্মৃতি অঙ্কিত;
অতীত ব্যথা–কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে;
হরিণীসম, কম্প্র তনু অহেতু ভয়ে শঙ্কিত॥

কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা;
বচনাতীত প্রলাপ তব শ্রবণে মম গুঞ্জরে।
কী মায়াবলে ঊর্ণাজালে বেঁধেছ, সুরবালিকা,
মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে?

স্পর্ধা মোর পড়েছে টুটে; ভ্রান্তি মোর গিয়েছে;
দৃপ্ত শির পঙ্কে লুটে তোমার চরণাম্বুজে;
নিঃস্ব আমি, বিশ্ব তাই আজিকে কোল দিয়েছে;
রাজার প্রেমকাহিনী যেন ব্যক্ত ভাঙা গম্বুজে!

BANGLADARSHAN.COM

চিনেছি চির মানবী তুমি; পাবন তব করুণা
অযোগ্যের অবগাহনে হয় ম্লান, লাঞ্ছিত;
প্রথম ঠাঁই পাইনি তাই তোমার প্রেমে, অরুণা;
প্রত্যাগত মাধবে আজি তাই কি আমি বাঞ্ছিত?

৭

উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল ঊর্ধ্বগ আহ্বান; মুগ্ধ
বেণু, দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি, বেঁধে
দিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংযোগের রাখি; আবিষ্ট মূর্ছনা,
উদ্বেল অন্তর হতে, উত্তরিল বেহালার তারে;
ত্রিপথগা সুরধুনী, অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে,
চরাচর ডুবাল উর্বর মোক্ষে। অগাধ উল্লাসে
লোকলজ্জা সহসা তলাল; প্রণয়ীর বাহুপাশ
ঘেরিল তন্বীর তনু অপরোক্ষ স্নেহে; চারি চোখে
হয়ে গেল দেওয়া-নেওয়া কী বেদনা অনির্বচনীয়!

*

স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে;
মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে;
জন্মস্বর কার প্রণব সারিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে;
প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত গোলাপের পুঞ্জে;
চন্দ্রের কৌস্তুভ, উরসে প্রকৃতির, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ;
মৃত্যুর মঞ্জীর নীরবে শোনা যায়; শূন্যে মিশে যায় অব্দ;
সিদ্ধির নির্বাণ প্লাবিল মরধাম। কাজ কি অমরায় অন্য?
সুপ্তির সন্ধান দিয়েছে ভগবান; ধন্য, ধরা আজ ধন্য!

*

পূর্ণ চন্দ্র খোলা বাতায়নে পশিছে ঘরে,–
তব তনুলতা সুপ্ত কুসুমশয়ন-স্বপরে।
জ্যোৎস্না তোমার পীড়িত উরোজে
বিথারে প্রলেপ সিত মলয়জে;
স্তিমিত অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।
নিদ্রিত সুখশ্রান্তিতে তুমি শয়ন-’পরে॥

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,–
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন ঊরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার;
নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে॥

মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু
সন্নিধি তব সৃজন-আকূতি-পরানে-ভনে
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে॥

BANGLADARSHAN.COM

খোলা বাতায়নে চন্দ্রমা চুমে তোমার মাথা;
দূর নীহারিকা গুঞ্জে শ্রবণে সুপ্তিগাথা।
তব স্বপনের শমিত লহরী
দেয় মোর বুকে হিন্দোলা ভরি;
গভীর আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা।
বিধির আশিস মুকুটিত করে যুগল মাথা॥

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেল টুটে। দেখিলাম ত্রস্ত চোখে
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নির্বাপিত সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চ-’পরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক-প্রেমিকা চ’লে
গেছে অমৃতসংকেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারি ধারে!
কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে॥

১১ ফেব্রুআরি ১৯৩২

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥